আলমডাঙ্গায় প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে থানা ক্রিকেট একাদশের জয়

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি ও তরুণদের খেলাধুলায় সম্পৃক্ত করতে একটি প্রীতি ক্রিকেট টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়েছে। “মাদক ছাড়, মাঠে এসে খেলা ধর” স্লোগানকে সামনে রেখে আয়োজিত ১২ ওভারের এই খেলায় অংশ নেয় আলমডাঙ্গা থানা একাদশ এবং ওল্ড স্টার ক্রিকেট একাদশ।

উত্তেজনাপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ ম্যাচে ওল্ড স্টার ক্রিকেট একাদশকে হারিয়ে জয়লাভ করে আলমডাঙ্গা থানা ক্রিকেট একাদশ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান পিপিএম। উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি বলেন,

“যুবসমাজকে মাদকের ভয়াল ছোবল থেকে রক্ষা করতে নিয়মিত ক্রীড়া চর্চার বিকল্প নেই। এমন আয়োজন তরুণদের সুস্থ বিনোদনের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।”

খেলা শুরুর পর থেকেই মাঠে দর্শকদের ভিড় বাড়তে থাকে। দুই দলের খেলোয়াড়দের দারুণ লড়াইয়ে পুরো মাঠ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। খেলোয়াড় ও দর্শকদের উচ্ছ্বাসে মাদকবিরোধী বার্তাও আরও ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন থানা একাদশের পুলিশ পরিদর্শক (অপারেশন) বিকাশ চন্দ্র সরকার, এসআই শীতল বিশ্বাস, এসআই বাবলু খান, এএসআই রমেন সরকার, এএসআই রাসেল, এএসআই রোকন, এএসআই আসাদ, এএসআই আনোয়ার হোসেনসহ থানা পুলিশের অন্যান্য সদস্যরা।

ওল্ড স্টার একাদশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন মামুন অর রশিদ মণ্ডল, মানিক, মাহমুদুল হক তন্ময়, শুকুর, মিলন, শামীম, বাদশা, সামাউন প্রমুখ।

প্রীতি ম্যাচটি মাদকবিরোধী সচেতনতা ও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়াতে সফল ভূমিকা রাখে।

অভিনন্দন মুশফিক: সেঞ্চুরি দিয়ে শততম টেস্ট উৎযাপন

মুশফিকুর রহিম বাংলাদেশ ক্রিকেটের একটি আস্থার নাম, একটি নির্ভরতার প্রতীক। তাঁর ব্যাট থেকে আসা প্রতিটি রানই যেন দলের জন্য অক্সিজেন। তবে যখন সেই রান আসে একটি বিশেষ মাইলফলকের ম্যাচে এবং তা আবার একটি সেঞ্চুরি—তখন তা নিছক একটি ব্যক্তিগত অর্জন থাকে না, তা হয়ে ওঠে জাতীয় ইতিহাসের অংশ। সম্প্রতি নিজের শততম টেস্টে মুশফিকুর রহিমের সেঞ্চুরি হাঁকানোর ঘটনা ঠিক তেমনই এক মহাকাব্যিক মুহূর্তের জন্ম দিয়েছে। তার এ ঐতিহাসিক উৎযাপনে মেহেরপুর প্রতিদিনের পক্ষ থেকে উঞ্চ অভিনন্দন।

একজন খেলোয়াড়ের দীর্ঘদিনের অপেক্ষার চাপ, শততম টেস্টের গুরুভার এবং দলের নাজুক পরিস্থিতি—সব মিলিয়ে প্রত্যাশার পারদ ছিল তুঙ্গে। মুশফিকের সেঞ্চুরির বাঁধভাঙা উল্লাস প্রমাণ করে দিল, এই অর্জন কেবল সংখ্যার যোগফল নয়, এটি তাঁর মানসিক দৃঢ়তা ও পরিশ্রমের ফসল।

মুশফিকুর রহিম বিশ্বের ১১তম ব্যাটার হিসেবে শততম টেস্টে সেঞ্চুরির এলিট ক্লাবে প্রবেশ করেছেন। তবে তাঁর অর্জনটি আরও উজ্জ্বল কারণ, তিনি এই তালিকায় প্রথম বাংলাদেশি ক্রিকেটার। একজন খেলোয়াড়ের ক্যারিয়ারে শততম টেস্ট খেলাটাই যেখানে বিশাল ব্যাপার, সেখানে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগার স্পর্শ করাটা এককথায় কিংবদন্তীর প্রতিচ্ছবি। মুশফিক প্রমাণ করলেন, চাপ কেবল পারফর্ম্যান্সকে বাধা দেয় না, বরং তা সঠিক মানসিকতার কাছে নতি স্বীকার করে।

এই সেঞ্চুরিটি তাঁর ক্যারিয়ারের ১৩তম টেস্ট সেঞ্চুরি। এর মাধ্যমে তিনি মুমিনুল হকের সঙ্গে যৌথভাবে বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ টেস্ট সেঞ্চুরির রেকর্ডে ভাগ বসালেন। এটি নিছক একটি সমতা নয়, এটি দীর্ঘ সময়ের ধারাবাহিকতার স্বাক্ষর।

শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে মুশফিক কেবল ইতিহাসের পাতায় নিজের নামটি লেখালেন না, তিনি বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য একটি নতুন

দিগন্ত উন্মোচন করলেন। নতুন প্রজন্মের ক্রিকেটারদের জন্য এটি এক অনুপ্রেরণা, যা প্রমাণ করে—যোগ্যতা, পরিশ্রম আর মানসিক স্থিরতা থাকলে যেকোনো মাইলফলক ছোঁয়া সম্ভব।

মুশফিকের এই অর্জন আমাদের জাতীয় খেলা ক্রিকেটের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এটি কেবল একটি সেঞ্চুরি নয়, এটি বাংলাদেশের ক্রিকেটের দীর্ঘ যাত্রায় যোগ হওয়া এক ‘শতক’-এর বিজয়গাঁথা। তাঁর এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটিকে স্মরণীয় করে রাখা এবং তাঁকে আন্তরিক অভিনন্দন জানানো প্রতিটি ক্রিকেটপ্রেমীর দায়িত্ব।

শততম টেস্টে সেঞ্চুরি করে অনন্য রেকর্ড মুশফিকের

দিনের চতুর্থ বলে ম্যাথিউ হামফ্রেস পরাস্ত করলেন মুশফিকুর রহিমকে, বল লাগল প্যাডে। জোরালো আবেদনের পর আম্পায়ার সাড়া দেননি। তবে ওই সেকেন্ডের ভগ্নাংশ যে বিরাট কাঁপুনি দিয়ে গিয়েছিল সমর্থকদের বুকে, তা একরকম নিশ্চিত। পরের বলও ব্যাটের কানা এড়িয়ে গিয়ে জমা পড়ল কিপারের হাতে। ওভার শেষ হামফ্রেসের, মুশফিকের অপেক্ষাটা দীর্ঘ হলো আরও একটু।

তবে সে অপেক্ষাটা শেষ হয়ে গেল পরের ওভারেই। জর্ডান নেইলের ওভারের তৃতীয় বলে সিঙ্গেল নিতেই ইতিহাস এসে লুটিয়ে পড়ল মুশফিকুর রহিমের। ১১তম ব্যাটার হিসেবে শততম টেস্টে সেঞ্চুরির দেখা পেয়ে গেলেন মুশফিকুর রহিম। যদিও মুশফিক একটা জায়গায় এখন অনন্য। এই তালিকায় প্রথম বাংলাদেশি যে তিনি।

এই সেঞ্চুরিতে আরও একটা রেকর্ডে ভাগ বসিয়েছেন মুশফিক। বাংলাদেশের হয়ে সর্বোচ্চ ১৩টি সেঞ্চুরি এখন তার। এই রেকর্ডে তার সঙ্গী হিসেবে আছেন মুমিনুল হক।

মুশফিক ইতিহাস গড়ার এই ইনিংসে নেমেছিলেন প্রথম দিনের প্রথম সেশনেই। ৯৫ রানে ৩ উইকেট হারিয়ে বাংলাদেশ তখন কিছুটা ব্যাকফুটেই ছিল। তবে তিনি সে চাপটা সামাল দেন ভালোভাবে। প্রথমে মুমিনুলের

সঙ্গে ১০৭ রানের জুটি, তার বিদায়ের পর গড়ে লিটন দাসের সঙ্গে জুটি বাধেন মুশফিক। তাদের জুটিও সেঞ্চুরির পথে।

তার আগেই নিজের সেঞ্চুরিটা তুলে নেন মুশফিক। ১৯৫ বলে ৫ চার মেরে এই মাইলফলক ছুঁয়ে ফেলেন তিনি।

ক্রিকেটার ইমরুল কায়েস চাকরি করেন পোস্টমাস্টারের

বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক তারকা ইমরুল কায়েস এখন মেহেরপুরের উজলপুর ডাকঘরের কাগজে-কলমে কর্মচারী। তার মাসিক সম্মানী মাত্র চার হাজার চারশত নব্বই টাকা। কিন্তু যে ডাকঘরে তিনি কর্মরত বলে সরকারি রেকর্ডে দেখা যায়, সেই অফিসের অস্তিত্বই মেলে না বাস্তবে।

বিষয়টি জানাজানি হতেই মেহেরপুর জুড়ে শুরু হয়েছে আলোচনা- সমালোচনা। অনেকে অবাক হয়ে বলছেন, জাতীয় দলের ক্রিকেটার কি সত্যিই সাড়ে চার হাজার টাকার সরকারি চাকরিজীবী? নাকি এটি প্রভাব খাটিয়ে নেওয়া এক নামমাত্র নিয়োগ?

উজলপুর গ্রামে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক চিঠি ও নথিপত্র ফেরত যাচ্ছে প্রেরকের কাছে। ফয়সাল নামের একজন ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্র যাওয়ার ভিসা সংক্রান্ত কাগজ পাননি, সে চিঠি আবার যুক্তরাষ্ট্র ফেরত গেছে। আবার কেউ চাকরির সাক্ষাৎকারের ডাক হারিয়েছেন। এমন অভিযোগ পেয়ে সরজমিনে উজলপুর গ্রামে গেলে দেখা যায়, গ্রামটিতে ডাকঘরের কোনো অস্তিত্বই নেই। কোথাও কোনো সাইনবোর্ড নেই, নেই পোস্ট অফিসের কোন চিহ্ন।

চায়ের দোকানে জিজ্ঞেস করতেই কেউ বললেন, এই এলাকায় তো কোনো পোস্ট অফিস নাই। অন্য কেউ বললেন, ইমরুল কায়েসের বাবা ও দাদা নাকি আগে কাজ করতেন।সে সময় তাদের বাড়িতেই ডাকঘর ছিল। এখন কে বা কারা কাজ করছে সে সম্পর্কে তাদের ধারণা নাই।

মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের রেকর্ডে দেখা যায়, উজলপুর ডাকঘরে ইমরুল কায়েস ও আব্দুল জলিল ইডিএ পদে এবং রাজু আহমেদ ইডিএমসি পদে কর্মরত। কিন্তু গ্রামের মানুষ জানে না, তারা কারা বা কোথায় আছেন। জলিল নামে একজন চিঠি বিলি করতেন, পরে তিনি বিদেশে চলে গেছেন বলে জানা যায়। অনুসন্ধানে জানা গেছে, ইমরুল কায়েস বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার একটি ক্রিকেট একাডেমিতে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করছেন।

মেহেরপুর প্রধান ডাকঘরের পোস্টমাস্টার জহুরুল ইসলাম বলেন, ‘চার-পাঁচ বছর হলো ইমরুল কায়েস ডাক বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। বিস্তারিত জানতে হলে বিভাগীয় ডাক পরিদর্শকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তবে ইমরুল আমাদের এলাকার ছেলে, তারকা ক্রিকেটার, মেহেরপুরের গর্ব। তাকে নিয়ে নেতিবাচক কিছু না লিখলেই ভালো।’

বিভাগীয় ডাক পরিদর্শক অলক কুমার বিশ্বাস মুঠোফোনে প্রতিবেদককে বলেন, ‘২০২১ সালে তৎকালীন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের ডিও অনুযায়ী ইমরুল কায়েসকে উজলপুর ডাকঘরের ইডিএ পদে নিয়োগ দেওয়া হয়। মাসিক সম্মানী ৪৫০০ টাকা। এটি লাভজনক কোনো পদ নয়।’

তবে প্রশ্ন থেকেই যায়, যে ডাকঘর বাস্তবে নেই, সেখানে কীভাবে সরকারি নিয়োগ কার্যকর থাকে?

অস্ট্রেলিয়া থেকে মুঠোফোনে ইমরুল কায়েস বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন প্রতিবেদকের সাথে। তিনি ডাক বিভাগে তার সম্পৃক্ততা এবং সাম্প্রতিক সময়ে চিঠি ফেরত যাওয়ার বিষয়টি অকপটে স্বীকার করে নেন।

তিনি বলেন, ‘গ্রাম পোস্টমাস্টারদের কাজ চিঠি বিলি করা না। আমি পোস্ট অফিসের অনুরোধে তাদের সাথে আমার নামটি যুক্ত করেছি, যাতে বাংলাদেশের ডাক বিভাগের প্রতি মানুষের আস্থা বাড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের একটি চিঠি ফেরত যাওয়ার বিষয়টি পোস্টম্যানের ভুল, আমার নয়।’

তিনি আরও বলেন, ‘জলিল সাহেব এখন ওমরাহ করতে সৌদি আরব অবস্থান করছেন। দেশে ফিরলেই সমস্যা সমাধান করবেন।’
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল সালাম বলেন, ‘বিষয়টি আমার জানা ছিল না। খোঁজ নিয়ে দেখব, সত্যতা মিললে প্রয়োজনীয় করণীয় পদক্ষেপ অবশ্যই গ্রহণ করা।’

স্থানীয়রা বলছেন, ইমরুল কায়েস দেশের একজন সফল ক্রিকেটার, তার

পরিবারও প্রভাবশালী। ইমরুলের শ্বশুর জহুরুল ইসলাম মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি। এছাড়াও তিনি দেশের শীর্ষ একজন ঠিকাদার ও পরিবহন ব্যবসায়ী। তাদের অনেকেরই প্রশ্ন, গ্রামের কোনো দরিদ্র ছেলেকে এই পদে সুযোগ না দিয়ে এমন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়াটা কতটা ন্যায্য?

উল্লেখ্য, ইমরুল কায়েসের দাদা কায়েম বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া থেকে পঞ্চাশের দশকে মেহেরপুরে এসে বসতি গড়েছিলেন। তার দাদা ও পিতার দুজনেই দুপুরবে গ্রাম পোস্টমাস্টার হিসাবে কাজ করেছেন। তার পিতা বনি আমিন বিশ্বাস ২০২০ সালে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা যান।

তবে, যে গ্রামে ডাকঘরের অস্তিত্বই নেই, যেখানে কর্মচারীরা দেশের বাইরে, সেই অফিসের মূল পদে একজন সাবেক জাতীয় ক্রিকেটার, এই নিয়োগ কতটা নিয়মতান্ত্রিক আর কতটা প্রভাবের ফল, সেটিই এখন মেহেরপুর জুড়ে আলোচনার বিষয়।

আলমডাঙ্গায় চায়না বান ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

আলমডাঙ্গা ফুটবল একাডেমির আয়োজনে “চায়না বান ফুটবল টুর্নামেন্ট” এর উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকেল ৩টার দিকে আলমডাঙ্গা এটিম মাঠে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শেখ মেহেদী ইসলাম।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইউএনও শেখ মেহেদী ইসলাম বলেন, যুব সমাজকে মাদকের আগ্রাসন থেকে রক্ষা করতে হলে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে হবে। মাঠে খেলাধুলা শরীরচর্চার পাশাপাশি জীবনে আনে সৃজনশীলতা, মেধা ও অদম্য সাহস।

উদ্বোধনী খেলায় অংশ নেয় কালিদাসপুর লাভ স্টার ক্লাব ও বারাদী ইউনিয়ন ফুটবল একাদশ। নির্ধারিত সময়ে ১-১ গোলে ড্র হওয়ার পর ট্রাইব্রেকারে ১-০ গোলে বারাদী ইউনিয়ন ফুটবল একাদশকে পরাজিত করে কালিদাসপুর লাভ স্টার ক্লাব।

টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ইকবাল হোসেন, সাবেক ফুটবলার শওকত আলী, শরিফুল ইসলাম, ইউছুব আলী, রঞ্জু, মিজানুর রহমান, মীর উজ্জ্বল, মণ্ডল প্রমুখ।

‘স্যার আমাকে বাঁচান’— ১৩ পৃষ্ঠার আবেদনে সুজনকে বলেছিলেন জাহানারা

‘আমাকে মানসিক টর্চার থেকে বাঁচান স্যার!’-কথা গুলো জাহানারা আলমের। ১৩ পৃষ্ঠার অভিযোগ দিয়েছিলেন তিনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর কাছে। ১৩ পৃষ্ঠা দীর্ঘ এক আবেদন করেছিলেন তিনি। তবে তাতেও মন গলেনি সিইও সুজনের।

নিজাম উদ্দিন বিসিবির একজন চাকুরে মাত্র। এদিকে জাহানারা বাংলাদেশের নারী ক্রিকেটের পোস্টারগার্ল ছিলেন এক সময়, ছিলেন সাবেক নারী দলের অধিনায়ক, বাংলাদেশ নারী ক্রিকেটের অগ্রযাত্রার সৈনিকও। সেই জাহানারাও তার অভিযোগের চিঠিতে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেও সুফল পাননি।

জাহানারার ১৩ পৃষ্ঠার এখন যুগান্তরের হাতে। এতো বিস্তারিত বলার পরও একজন শীর্ষ কর্মকর্তা কিভাবে সে বিষয়ে নজর না দিয়ে থাকেন এখন সেটাই বড় প্রশ্ন।

অর্থাৎ যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ সে প্রয়াত তৌহিদ মাহমুদ ও মঞ্জুরুল ইসলাম নিজামউদ্দিনের খুব বেশি ঘনিষ্ঠ ছিলেন। একটি সূত্র জানিয়েছে, এই অভিযোগ পাওয়া মাত্রই তৌহিদকে পাঠিয়ে দেন নিজামউদ্দিন। সেখান থেকে আরও বেশি সরাসরি ও মানসিক টর্চার শুরু হয় জাহানারার উপর।

জাহানারার অভিযোগের শেষ পৃষ্ঠার অভিযোগ হুবহু তুলে ধরা হলো–

‘আমাকে মানসিকভাবে (মেন্টালি) টর্চার থেকে বাঁচান দয়া করে স্যার,

কিভাবে দল গঠন হবে কাকে অধিনায়ক করা হবে, কারা কোচিং স্টাফে থাকবে, কারা অফিশিয়াল থাকবে তা সম্পূর্ণ বিসিবির ব্যাপার। আমি শুধু আমার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার কিছুটা লিখে জানলাম। আমি শুধু আমার দেশের জন্য পারফর্ম করতে চাই স্যার।

এটা কোন অভিযোগ নয় স্যার, এটা একটা নোট। ভবিষ্যতে যদি কোন কঠিন পরিস্থিতি এর কবলে পড়ি, তো আমার বিশ্বাস, আমার বিসিবি অবিভাবক আমাকে সাহায্য করবেন ইন শা আল্লাহ।

একটা বিশেষ অনুরোধ স্যার, যদি কোন খেলোয়াড় বা কোন অফিশিয়াল আমার সম্পর্কে কোন নেগেটিভ কথা বলে তো দয়া করে আমাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবেন স্যার। আমি সত্য কথা বলব স্যার ইনশাআল্লাহ। আমি সবসময় সৎ থাকার চেষ্টা করি স্যার।

অনেক ধন্যবাদ স্যার ধৈর্য্য নিয়ে আমার লেখা পড়ার জন্য। দড়া করে বিষয়গুলি বিবেচনা করে দেখবেন স্যার।

আপনার একান্ত অনুগত,

জাহানারা আলম

নারী ক্রিকেটার, বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল।’

জাহানারা তার অভিযোগটা সিইও বরাবর দিয়েছেন, আকুতি জানিয়েছেন সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনার। তিনি জাতীয় দল ও আশেপাশের সবকিছু নিয়ে বিস্তারিত লেখা শুরু করেন। এভাবে নারী দলের মধ্যে কি হচ্ছে, কারা প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করে সব কিছু তুলে ধরেছেন। কয়েকটি ঘটনা তারিখ দিয়েও উল্লেখ করেছেন তিনি।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় একজায়গায় লিখেছেন, ‘তারা দু’জনেই (তৌহিদ ও সরফরাজ বাবু) আমার সাথে মেন্টাল গেম খেলা শুরু করেন।’ দ্বিতীয় পৃষ্ঠার শুরু থেকে লেখা, ‘বাবু (সরফরাজ) ভাই বলেন, ‘দেখেন আপা সামনে অনেক টুর্নামেন্ট আপনাদের। এক হয়ে খেলতে হবে। টিমে কোন ঝামেলা থাকলে নিজেরা ঠিক করে ফেলেন। তৌহিদ ভাই অনেক চেষ্টা করছেন। তৌহিদ ভাই নিজেও খুব চাপে আছেন। হয়তো জব ছেড়ে দিতে পারেন। দলে যদি কোন ফাটল থাকে তো সিমেন্ট লাগানোর দায়িত্ব আপনাদের সিনিয়রদের। আপনি আবার এগুলো কারোর সাথে শেয়ার করেন না।’

আমি বললাম ‘ভাই, তৌহিদ ভাই সব সমস্যা সম্পর্কে অবগত। সুতরাং উনি

চাইলেই নিজে সব ঠিক করতে পারবেন। আর আমি দলের জন্য সবসময় নিবেদিত প্রাণ। আমার দ্বারা কোন সাহায্য লাগলে বলবেন আমি প্রস্তুত আছি। ব্যস এই কথা হওয়ার পরদিন থেকে মঞ্জু (মঞ্জুরুল ইসলাম) ভাই আমার সাথে মাঠে খারাপ ব্যবহার শুরু করলেন অকারণে। খুব চিৎকার এবং রুঢ়ভাবে কথা বলা শুরু করলেন, আমি হকচকিত। বুঝলাম না আমার অন্যায়টা কি? পরদিন তৌহিদ ভাইকে ফোন করলাম ইন্টারভিউ এর অনুমতি এর জন্য, ফোন না ধরায় এসএমএস করলাম, রিপ্লাই পেলাম না। এভাবে চলতে থাকল। একসময় বুঝলাম তারা দু’জনই আমার সাথে মেন্টাল গেম খেলছেন। কারণ শুরুর একমাস মঞ্জু ভাই আমার বোলিং নিয়ে আলাদা ২ দিন কাজ করেছেন। সুন্দর হাসিমাখা মুখে কথা বলতেন, সেই একই লোক হাসি তো বাদ, কথা তো বলেই না বরং চিৎকার করে বাজেভাবে বকা দেয়।’

তৃতীয় পৃষ্ঠায় এক জায়গায় লিখেছেন, মঞ্জু ভাই বলেন, ‘খবরদার জাহানারাকে যেন আর কখনও বল না দেওয়া হয়।’

একটা জায়গায় লিখেছেন, ‘৩১ মার্চ রাত ১১ টা ৩০ মিনিটে বাবু ভাই আমাকে ফোন করে বলেন কেকের অর্ডার (জাহানারা তার জন্মদিনের কেকের অর্ডার দিয়েছিলেন) বাতিল করতে হবে!’ অথচ পরবর্তিতে সবার জন্মদিন ভালোভাবে উদযাপন হয়েছে। লেখা আছে, ‘তৌহিদ ভাইয়ের অনুমতি ছাড়া মঞ্জু ভাই কোনো কাজ করেন না। অথচ সামনা সামনি দু’জন দুজনের দোহাই দেন। কোবরা টুম্পা, লতা, সুপ্তা মুখ খুলতে ভয় পায়। জ্যোতি, পিংকি ওরা খারাপ সম্পর্ক করবে, উল্টা পাল্টা কাজ করবে এমনকি ছেলে বা মেয়ে কোচের ক্লোজ হয়ে অন্যের নামে কোচদের কান ভারি করবে, ভুক্ত ভুগি আমি ও আমরা।’

বড় প্রশ্ন উঠেছে এতো অভিযোগ দেওয়ার পরও বিসিবির প্রধান নির্বাহী কেন ব্যবস্থা নিলেন না? এ বিষয়ে কেন আলোচনা পর্যন্ত করলেন না।

সূত্র: যুগান্তর।

গাংনীতে ৬ লাঠিয়াল দলের নজরকাড়া রণকৌশল ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা

মেহেরপুরের গাংনী বাজার উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে দিনব্যাপি লাঠিখেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে গাংনী ফুটবল মাঠে খেলার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

কালের বিবর্তনে সামন্ত প্রভুদের খাজনা আদায়ের লাঠিয়ালদের সেই নিষ্ঠুরতা এখন মানুষের বিনোদন যোগাচ্ছে। লাঠিয়ালদের কলা-কৌশলও বেশ নজরকাড়া। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা কৌশলে লাঠি চালাচ্ছেন একপক্ষ। অন্যপক্ষও আত্মরক্ষার্থে অবলম্বন করছেন নানা কৌশল। এ যেন আনন্দদায়ী পাতানো এক যুদ্ধ! হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী পাতানো যুদ্ধে মুগ্ধ হয়েছেন গাংনীর হাজারও দর্শক।

খেলার শুরুতেই বাদ্যের তালে তালে লাঠিয়ালদের নাচ, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক কসরত যেন দর্শককে বিমোহিত করেছে। লাঠিখেলাকে কেন্দ্র করে গাংনীতে যেন সৃষ্টি হয়েছে এক লোকজ উৎসবের আমেজ, যেখানে জড়ো হয়েছে হাজারও বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ ও শিশু। এ যেন আনন্দদায়ী পাতানো এক যুদ্ধ! হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী পাতানো যুদ্ধে মুগ্ধ হয়েছেন গাংনীর হাজারও দর্শক।

খেলার আয়োজকরা জানিয়েছেন, ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলাকে পুনরুদ্ধার করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা এবং সুস্থ ধারার সামাজিক বিনোদন প্রদান, মাদক ও জুয়ামুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এই খেলাটির আয়োজন করা হয়েছে।

গাংনী বাজারপাড়া উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান বলেন, জনপ্রিয় এই খেলাটি এখন বিলুপ্তপ্রায়। তরুণ প্রজন্মকে মাদক ও মোবাইল আসক্ত থেকে মুক্ত রেখে শরীরচর্চায় আগ্রহী করতে খেলাটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও তিনি খেলাটি টিকিয়ে রাখতে সকলকে পৃষ্ঠপোষকতার আহ্বান জানান।

স্কুল ছাত্রী রোমানা খাতুন বলেন, আমি কখনো লাঠিখেলা দেখিনি।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের মধ্যে প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণ করেন।

মেহেরপুরে সদর উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে “সদর উপজেলা প্রশাসন গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট ২০২৫” এর উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (২৭ অক্টোবর) বিকেল ৩টার সময় মেহেরপুর জেলা স্টেডিয়ামে উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এ টুর্নামেন্টের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।

তিনি উদ্বোধনী বক্তব্যে বলেন, খেলাধুলা মানুষকে মাদক থেকে দূরে রাখে, সমাজে শৃঙ্খলা ও ঐক্য সৃষ্টি করে। তরুণ প্রজন্মকে সুস্থভাবে গড়ে তুলতে নিয়মিত ক্রীড়া চর্চার বিকল্প নেই।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম শীল, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দিন এবং জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ প্রমুখ।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের

সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাস, জেলা জামায়াতে ইসলামী নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুল উল আলম, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অধ্যাপক ফয়েজ মোহাম্মদ, সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি তোজাম্মেল আজম, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল আল মামুন, জেলা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক আব্দুল মালেক, সদস্য সচিব আতর আলী, আমদহ ইউনিয়ন চেয়ারম্যান রওশন আলী টোকন, পিরোজপুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবিরসহ বিভিন্ন ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি ও ক্রীড়ানুরাগীরা।

উদ্বোধনী ম্যাচে মাঠে নামে সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়ন ও পিরোজপুর ইউনিয়ন দল। খেলার শুরুতেই স্টেডিয়ামে দর্শকদের উপস্থিতি ছিল উপচে পড়া।

ইতিহাস গড়ার প্রস্তুতি যেভাবে নিতে চলেছেন মুশফিক

বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে মুশফিকুর রহিম শততম টেস্ট খেলতে যাচ্ছেন আগামী মাসে। মিরপুরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ঐতিহাসিক মাইলফলক ছোঁয়ার আগে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে মুশফিক নামছেন ঘরোয়া লড়াইয়ে। জাতীয় ক্রিকেট লিগের (এনসিএল) লংগার ভার্সনে সিলেট বিভাগের হয়ে খেলবেন এই অভিজ্ঞ উইকেটকিপার-ব্যাটার।

তবে মুশফিকের খেলার চেয়েও বেশি আলোচনা এনসিএলের ময়মনসিংহ বিভাগের অভিষেক হওয়া নিয়ে। আজ দেশের চারটি ভেন্যুতে শুরু হচ্ছে চারদিনের ম্যাচের এ প্রতিযোগিতা। এনসিএল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) ঘরোয়া ক্রিকেট কাঠামোর সবচেয়ে পুরোনো ও মর্যাদাপূর্ণ আসর।

সিলেট আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে স্বাগতিকদের বিপক্ষে মাঠে নামবে নবাগত ময়মনসিংহ। সিলেট আউটার মাঠে রংপুরের প্রতিপক্ষ ঢাকা। খুলনায় স্বাগতিকরা বরিশালের বিপক্ষে খেলবে। এছাড়া স্বাগতিক রাজশাহী মুখোমুখি হবে চট্টগ্রামের।

ওয়ানডে ও টি-টোয়েন্টি থেকে মুশফিক অবসর নিয়েছেন আগেই। টেস্টে এখনো দলের নির্ভরযোগ্য ব্যাটারদের একজন তিনি। শততম টেস্টকে সামনে রেখে দীর্ঘদিন পর এনসিএলের লংগার ফরম্যাটে খেলবেন, যাতে ম্যাচ ফিটনেস ও লম্বা ইনিংস খেলার ছন্দ ফিরে পান।

বিসিবির ঘোষিত সূচি অনুযায়ী এনসিএলের সব ম্যাচ হবে মিরপুর, রাজশাহী, সিলেট, বগুড়া, খুলনা, চট্টগ্রাম, বিকেএসপি ও কক্সবাজারের দুটি মাঠে। জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের পাশাপাশি তরুণ প্রতিভারাও খেলবেন। এবারই প্রথম এনসিএলের মূলপর্বে অংশ নিচ্ছে ময়মনসিংহ বিভাগ।

শুভাগত হোম চৌধুরীর নেতৃত্বে দলে রয়েছেন মোহাম্মদ নাঈম, মাহফিজুল ইসলাম, আইচ মোল্লা ও আল আমিন হোসেন। ২০০৫ সালে ইংল্যান্ড সফর দিয়ে টেস্ট ক্রিকেটে মুশফিকের পথচলা শুরু হয় মাত্র ১৮ বছর বয়সে। ২০ বছরের ক্যারিয়ারে ৯৮ টেস্ট খেলেছেন তিনি। নভেম্বরে আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে দুই ম্যাচের হোম সিরিজে খেলে বাংলাদেশের প্রথম ক্রিকেটার হিসাবে শততম টেস্ট খেলার অনন্য গৌরবের অধিকারী হবেন মুশফিক।

সূত্র: যুগান্তর ।

মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে জুলাই যুব উন্নয়ন ক্লাব আয়োজিত টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয় মুজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স মাঠে।

উদ্বোধন করেন মুজিবনগর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) আবু শ্যামা ও মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান।উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিব উদ্দিনের সভাপতিত্বে শান্তির প্রতীক কবুতর উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

নকআউট ভিত্তিক এই টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে ১৬টি দল। উদ্বোধনী খেলায় মুখোমুখি হয় বলিয়ারপুর স্পোর্টিং ক্লাব ও নাজিরাকোনা নবীন ক্লাব। খেলাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) অনুমোদিত রেফারিরা।

টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের জন্য পুরস্কার হিসেবে রয়েছে, ১ম পুরস্কার: ৩ মন ওজনের একটি ষাঁড় গরু, ২য় পুরস্কার: ২.৫ মন ওজনের একটি ষাঁড় গরু এবং ৩য় পুরস্কার: একটি খাসি ছাগল।

হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর উদ্বোধনী ম্যাচে বলিয়ারপুর স্পোর্টিং ক্লাব ১-০ গোলে নাজিরাকোনা নবীন ক্লাবকে পরাজিত করে বিজয় অর্জন করে।